মধ্যযুগীয় শৈব-আখ্যানে মোটিফের প্রয়োগ বৈচিত্র্য

লিলি হালদার

'মোটিফ' শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে গৃহীত। পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি জনগোষ্ঠীরই নিজস্ব লোককথা রয়েছে। কাজেই পৃথিবীর লোককথার ভাণ্ডার বিপুল; অথচ এই বিপুল সমৃদ্ধ ভাণ্ডারকে যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাহলে প্রতিটি মৌখিক ঐতিহ্য (Oral Tradition) থেকে গৃহীত লোককথাকেই নির্দিষ্ট কতকগুলি মূল বিষয়ে ভেঙে ফেলা সম্ভব হবে। এই মূল বিষয় বা কাহিনি অংশকে থম্পসন মোটিফ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সোজা ভাষায় মোটিফ হলো—"Simply defined, a motif is a small narrative unit recurrent in folk literature." মূলত মোটিফের বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি লোককথার অন্তর্মুখী অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি লোককথার পরিচয় লাভের জন্য টাইপ পদ্ধতির যেমন প্রয়োজন তেমনি কাহিনির অভ্যন্তরের উপাদানের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে মোটিফের মাধ্যমে। এই টাইপ-মোটিফ পদ্ধতিতে লোককথাকে বিশ্লেষণ করলে লোককথার মৌলিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লোককথার বিশ্লেষণে টাইপ ইনডেক্‌সে যার সূচনা, মোটিফ ইনডেক্‌সে তার পরিণতি।[২] মোটিফ বা অভিপ্রায়ের সার্বজনীনতা বিস্ময়কর। বিশ্বের যে-কোনো লোককথার তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে যে অভিপ্রায় বা মোটিফগুলি পাওয়া যাবে, তা মূলত একই। কেননা, লোককথাগুলো মূলত মৌখিক ঐতিহ্যের ধারাবহনকারী। ফলত মানুষের মানসিক মেলবন্ধন বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তেই একইরকম। এইজন্য লোককথার বিশ্লেষণে যে টুকরো কাহিনি অংশ বা 'ভাবসত্য' পাওয়া যায়, তাতে মূলত একই ধরনের অভিজ্ঞতা ও ঘটনার প্রবাহ লক্ষ করা যায়। এই কারণে কাল বা যুগ, কথকের কথনভঙ্গি এবং স্থানের দূরত্ব অতিক্রম করেও যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোককথাগুলির মধ্যে একই ধরনের অভিপ্রায় বা মোটিফ লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ অভিপ্রায় বা মোটিফের সার্বজনীনতা লোককথার একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য।

এবার দেখে নেওয়া যাক যে মঙ্গলকাব্য বিশেষত মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গলে শিবকেন্দ্রিক কাহিনির বয়ানে, গোরক্ষবিজয়, শূন্যপুরাণ, শিবায়ন ও মৃগলুব্ধ-সংবাদ কাব্যকাহিনির বুননে কেমনভাবে মোটিফের প্রয়োগ পরতে পরতে প্রযুক্ত হয়েছে। স্টিথ থম্পসন তাঁর গ্রন্থে মোটিফ-সূচির যে তালিকা তৈরি করেছেন, তাতে তিনি লোক-কাহিনিতে প্রাপ্ত মোটিফগুলিকে 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত (আই, ও, ওয়াই বাদে) ২৩টি মূল ভাগে ভাগ করেছেন।[৪] এই বিভাগগুলি থেকে বর্তমান প্রবন্ধে শিবকেন্দ্রিক ও শিবপ্রাসঙ্গিক মোটিফগুলি সম্বন্ধে নীচে

আলোচনা করা হলো—

● এ.৩ 'এ' মূলভাগের মোটিফ হলো লোকপুরাণ (Mythological Motif)। লোকপুরাণ বিভাগে শিবকাহিনির প্রাসঙ্গিক মোটিফগুলি নিম্নে আলোচিত হলো—

১. পশু রূপে দেবতা (God in animal form) : পশু রূপে দেবতার উপস্থিতি লোককাহিনির একটি পরিচিত মোটিফ। শিবজায়া দেবী চণ্ডী ব্যাধ কালকেতুর শিকার যাত্রার সময় সুবর্ণ গোধিকা রূপে দেখা দিয়েছিলেন—"পশুরে অভয় দিয়া শংকরগৃহিণী।/সুবর্ণগোধিকারূপা হইলা আপনি॥'(মুকুন্দরাম : কবিকঙ্কণ চণ্ডী : ২০০৭ : ১৪) মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে আলোচ্য কাহিনির মোটিফ সংখ্যা হলো এ ১৩২।

২. বৃষবাহন দেবতা (God rides a bull) : বৃষবাহন দেবতার মোটিফ ছড়িয়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্য ও শিবায়নের শিবকাহিনিতে। শিবের বাহন বৃষ বা বলদ। তাই বৃষবাহন দেবতা বলতে শিবকে বোঝানো হয়েছে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে বৃষবাহন শিবকে পল্লিগ্রামে ভিক্ষারত অবস্থায় দেখা যায়। 'শিবের ভিক্ষাযাত্রা' অংশের বর্ণনাতে পাওয়া যায়—"ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।/ত্রিলোক ভ্রমেণ অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥" (ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল : ১৩৮৮ : ৬৫) মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে এই মোটিফটির সংখ্যা এ ১৩৬.১.৩।

৩. সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব সৃষ্টি করলেন (Creation of Universe by creator) : সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব সৃষ্টি করলেন এই মোটিফটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়—মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে শিবায়ন, শূন্যপুরাণ, গোরক্ষবিজয় কাব্যে। গোরক্ষবিজয় কাব্যে বিশ্ব সৃষ্টি প্রসঙ্গে রয়েছে—"আদি অনাদি প্রভু নিজ অবতার,/নিজ অংশে করিলেক হই এ প্রচার।/হুঙ্কারে জন্মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু হইল মুখে,/আপনা আকার তবে রাখিলা সমুখে।" (ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ১) শূন্যপুরাণে সৃষ্টি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"শূন্যত ভরমন পরভুর সুন্যে করি ভর।/কাহারে সন্মাব পরভু ভাবে মা আধর॥/মহাসুন্য মধ্যে পরভুর জনমিল পবন।/তাহা হইতে জনমিল অনিল দুইজন॥ (রামাই পণ্ডিত : শূন্যপুরাণ : ১৩২১ : ৭০) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী আলোচ্য কাহিনির মোটিফ সংখ্যা এ ৬১০।

৪. ধ্বংসের দেবতা (God of destruction) : লোকপুরাণ অনুসারে শিব ধ্বংসের দেবতা। শিবায়ন কাব্যে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 'মহারুদ্র মধ্যভাগে/সংহারের ভার লাগে'। ধ্বংসের দেবতা রূপে শিবের উপস্থিতি বিশেষত শিবায়ন, মৃগলুব্ধ, ও মঙ্গলকাব্যের কাহিনিতে লক্ষ করা যায়। শিবায়ন কাব্যে শিবের নির্দেশে বীরভদ্র দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ করেছে। আবার 'কামদেব ভস্ম' আখ্যানে ধ্যানরত শিবের মধ্যে দেবী পার্বতীর প্রতি কামোন্মাদনা জাগানোর জন্য রতি-পতি কামদেবকে দায়িত্ব দেন দেবরাজ ইন্দ্র। কামদেব সেই কাজ সমাধা করলে ধ্যানভ্রষ্ট শিব উগ্রমূর্তি ধারণ করেন ও কামদেবকে ভস্মীভূত করেন। এটি শিবের ধ্বংসাত্মক রূপের পরিচয়—"উগ্র হইল তপোভঙ্গা/ভস্ম অনঙ্গের অঙ্গা/হরকোপানলে গেল প্রাণ॥" (রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৩৭৯) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালে পাওয়া যায়—"বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানা মূর্তি ধর।/সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর॥" (ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গাল : ১৩৮৮ : ৮১) মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে আলোচ্য কাহিনির মোটিফ সংখ্যা এ ৪৮৮।

৫. দেবতার ঈর্ষাপরায়ণা স্ত্রী (Jealous wife of God) : দেবতার ঈর্ষাপরায়ণা স্ত্রী লোককাহিনির একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ। এই পর্যায়ে দেবী পার্বতীকে লক্ষ করা যায় ঈর্ষান্বিত হতে অন্য দেবীর প্রতি। শিবজায়া দেবী পার্বতী মনসামঙ্গল কাব্যে ফুলের সাজিতে লুক্কায়িত মনসাকে দেখে নিজ সতীন মনে করে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যে—"দেখিয়া ভবানী/জ্বলিল আগুনি/ক্রোধে কাঁপে কলেবর।/ইহার কারণ/করিল বঞ্চন/বিভা করিয়াছে হর॥/দৈবের কাহিনি/মনসা ভবানী/দুইজনে বাজে দ্বন্দ্ব।" (কেতকাদাস : মনসামঙ্গল : ১৩৮৪ : ২০) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী আলোচ্য মোটিফের সংকেত সংখ্যা এ ১৬৪.৭।

৬. চাষি হিসেবে দেবতা (God as cultivator) : লোকপুরাণে, মঙ্গলকাব্যে যে লৌকিক শিবের পরিচয় পাওয়া যায় সে কৃষকবৃত্তি গ্রহণ করেছে, ঘরের নিত্য দিনের অভাব মেটানোর জন্য। এই কৃষক বা চাষি শিবকে রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে পাওয়া যায়—"তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ।/পূর্ণ হয় তবে পার্বতীর অভিলাষ।।/হরের বচন শুন্যা হরিহয় হাসে।/রামেশ্বর বলে হর দয়া কর দাসে॥ (রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৪৯) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এ ১৮১ সংখ্যায় রয়েছে পৃথিবীতে দেবতার দ্বারা সংঘটিত হীন কাজ (God serves a menial on Earth)। এই সূচিরই একটি মোটিফ হলো আলোচ্য মোটিফটি। যার সংকেত সংখ্যা এ ১৮১.২।

৭. দেবতাদের মধ্যে বিরোধ (Conflict of the God) : লোক-কাহিনিতে দেবতাদের মধ্যে বিরোধ এই মোটিফটি খুবই পরিচিত। শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গল কাব্যকাহিনিতে দেবতাদের মধ্যে বিরোধ লক্ষ করা যায়। অন্নদামঙ্গল কাব্যে 'নারায়ণের অংশ' ব্যাসদেব শিবের বিরোধিতা করে শিবপূজা না করার জন্য উপদেশ দেন। হরি বা নারায়ণকে প্রশংসা করে ব্যাস যখন প্রকাশ্যে শিবের নিন্দা করেন তখন দুই দেবতার মধ্যে বিরোধের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—"হর আদি আর যত ভোগের গোঁসাই।/মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই॥/এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে।/শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে॥" (ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল : ১৩৮৮ : ৯৮) রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত শিবায়ন কাব্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে বিবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য কাহিনির মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী মোটিফ সংখ্যা এ ১৬২।

৮. ভাগ্য ও সম্পদশালী দেবী (Goddess of prosperity) : ভারতীয় লোকপুরাণ অনুযায়ী দেবী অন্নপূর্ণাকে সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবী হিসাবে কল্পনা করা হয়, এটিও একটি মোটিফ। অন্নদামঙ্গলের কাহিনিতে 'হরিহোড়ের বরদান' অংশের বর্ণনা অনুযায়ী—"আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়॥/দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।/ধনপুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর॥.../আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।/মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে॥" (ঐ : ১৪৫) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এ ৪৭৩ সংখ্যায় রয়েছে সম্পদের দেবতা (God of Wealth)। এই সূচির একটি মোটিফ হল আলোচ্য মোটিফটি। যার সংকেত সংখ্যা-এ ৪৭৩.১.১।

৮. পাতালের দেবী (Goddess of infernal region) : লোককাহিনির একটি অতি সাধারণ মোটিফ হল পাতালের দেবী। বাংলা লোকপুরাণ অনুযায়ী শিবকন্যা মনসা পাতালের দেবী হিসেবে স্বীকৃত। মনসামঙ্গল কাব্যে পাতালের দেবী হিসাবে মনসার একাধিক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়—"পাতালে নামিল মহারস/পাইয়া পাতালপুরী/জন্মিল নাগিনী নারী/দেবকন্যা

দেখিতে রূপস।" (বাইশা : ১৯৬২ : ৮) দিব্যজ্যোতি মজুমদারের বাংলা মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে আলোচ্য কাহিনির মোটিফ সংখ্যা-এ ৩১৫।

● **বি. ৩ 'বি' মূলভাবের মোটিফ হল জীবজন্তু (Animal)। জীবজন্তু বিভাগে শিবপ্রাসঙ্গিক** মোটিফগুলি নিয়ে নীচে আলোচনা করা হলো—

১. উপকারী পতঙ্গ (Helpful insect) : শিবায়ন কাব্যে উপকারী পতঙ্গের মোটিফটি পাওয়া যায়, যা লোক-কাহিনির পরিচিত একটি অভিপ্রায়। মর্ত্যভূমিতে চাষের কাজে ব্যস্ত শিব কৈলাসে না আসায় শিববিরহে শিবজায়া পার্বতী কাতর। তাই শিবকে কৃষিকর্ম থেকে নিরত করার জন্য তিনি একে একে মাছি, উড়ানি, ডাঁশ, জোঁক পাঠাতে শুরু করেন। এইসমস্ত পতঙ্গ দেবী পার্বতীকে সাহায্য করেছে এবং শিবকে বিরক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই এই অর্থে এরা সাহায্যকারী পতঙ্গ। শিবায়নে পাওয়া যায়—"মন্ত্রবলে ধায়্যা চলে পায়্যা জীবন্যাস।/অকালে কুজ্বটি যেন ছাইল আকাশ॥.../এমন উড়ানি আস্যা অবনী ভিতরে।/খায়্যা ক্ষত বিক্ষত করিল দিগম্বরে॥" (রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৫৯) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী 'বি' ৪৮০ সংখ্যায় রয়েছে সাহায্যকারী পতঙ্গ (Helpful Insects)। আর 'বি' ৪৮৩.১ সংখ্যায় রয়েছে সাহায্যকারী মাছি (Helpful Fly)। থম্পসনের ইনডেক্স অনুযায়ী মাছি ব্যতীত অন্য কোনও পতঙ্গের যেগুলি এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হলো, তাদের নির্দিষ্ট কোনো মোটিফ সংখ্যা দেওয়া নেই। এই কারণে সেগুলিকে মূল ভাগের অন্তর্গত করে আলোচনা করা হয়েছে।

২. বার্তাবাহক কাক (Crow as messenger) : লোককাহিনিতে বার্তাবাহক হিসেবে পাখির মোটিফ অত্যন্ত পরিচিত। কাকের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ এই মোটিফটি পাওয়া যায় মনসামঙ্গল কাব্যে। লখীন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলা যখন মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে গাঙ্গুরের জলে ভাসবার সংকল্প করে, তখন সেই সংকল্পের কথা কাককে দুত হিসেবে প্রেরণ করে তার বাপের বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছিল—"পত্র অঙ্গারি পায়া/কাক চলিল ধাইয়া/বার্তা কৈল সুমিত্রা গোচর।" (নারায়ণদেব : পদ্মাপুরাণ : ১৯৪৭ : ৯৩) মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে 'বি' ২৯১.১ সংখ্যায় রয়েছে বার্তাবাহক হিসেবে পাখি (Bird as Messenger)। এই সুচির অন্তর্গত হলো আলোচ্য মোটিফটি। যার সংকেত সংখ্যা হলো 'বি' ২৯১.১.২।

৩. আহত সাপের প্রতিশোধ নেওয়া (Animal avenges injury) : লোক-কাহিনিতে আহত সাপের প্রতিশোধ নেওয়ার মোটিফটি সুপরিচিত। মনসামঙ্গল কাব্যানুসারে বাসর রাতে শিবভক্ত চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দরকে মৃত্যুমুখে পতিত করার জন্য শিবকন্যা মনসা তিনটি সাপ পাঠান। কিন্তু তারা সকলেই বেহুলার মিষ্টি কথায় সম্মোহিত হয়ে দংশন করতে ভুলে যায়। তখন মনসা লখিন্দরকে দংশন করার জন্য কালনাগিনীকে প্রেরণ করেন কিন্তু সেও বেহুলা-লখিন্দরের রূপে মুগ্ধ হয়ে না দংশাতে পেরে যখন ফিরে আসতে উদ্যত হয়, ঠিক তখনই ঘুমন্ত লখিন্দরের পায়ের আঘাত লাগলে আহত কালনাগিনী লখিন্দরকে দংশন করে—"মোর দোষ নাই দেবী দিলেন আরতি।/বিনি অপরাধে মোর দণ্ডে মারে লাথি॥/বিষদন্ত দিয়া কালি দংশে তার পায়।/দুর্লভ লখাই জাগে বিষের জ্বালায়॥" (কেতকাদাস : মনসামঙ্গল : ১৩৮৪ : ২৫৭) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী আলোচ্য মোটিফের সংকেত সংখ্যা হলো 'বি'. ৮৫৭।

৪. **কথা বলা পশু (Speaking animal) :** লোককাহিনি, রূপকথার গল্পে প্রায়শই কথাবলা পশুর মোটিফ লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। চণ্ডীমঙ্গালের আখেটিক খণ্ডে কালকেতু উপাখ্যানে 'চণ্ডী ও বন্যপশুর প্রশ্নোত্তর' অংশে কথা বলা পশুদের দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাধ কালকেতুর শিকারে যখন বন্যপশুদের প্রাণধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন তারা চণ্ডীর কাছে মানুষের ভাষাতেই নিজেদের অভিযোগ জানায়। শিবজায়া চণ্ডী তাদের কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করেন। আবার 'মৃগলুব্ধ-সংবাদ'—এ ব্যাধের পাতা ফাঁদে যখন শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধর হরিণরূপে শিকার হিসেবে ধরা পড়ে তখন তার স্ত্রী হরিণী কাতর বাক্যে স্বামীর মুক্তি প্রার্থনা করে—"দারুণ বন্ধনে মৃগ নাহিক চেতন॥/শোকে ব্যাকুল হইয়া কান্দিল বিস্তর।/স্বামী সম্বোধিয়া মৃগী কহিল বিস্তর॥/কেমন দিবসে প্রভু আইলা এই বনে।/পাপিষ্ঠ ব্যাধের হাতে হারাইল্য জীবনে॥" (রামরাজা : মৃগলুব্ধ-সংবাদ : ১৩২১ : ৩০) মোটিফ-ইনডেক্স অনুযায়ী উপরিউক্ত দুটি কাহিনির মোটিফ সংখ্যা হল 'বি' ২১০।

● সি. ➲ 'সি' মূলভাগের মোটিফ হল ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা (Taboo)। এই বিভাগে আলোচ্য শিবকেন্দ্রিক ও শিবসংযুক্ত কাহিনির মোটিফগুলি নিম্নলিখিত—

১. **জামাই-শাশুড়ি দর্শন নিষিদ্ধ (Mother-in-law and Son-in-law must not have anything to do with each other) :** লোক-কাহিনিতে এই মোটিফটির প্রয়োগ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মঙ্গলকাব্য-কাহিনিতেও এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিবাহ অনুষ্ঠানে জামাই বরণের সময়ই কেবলমাত্র শাশুড়ি জামাই-এর মুখদর্শন করতে পারতেন। অন্যথায় শাশুড়ি-জামাই দর্শন নিষিদ্ধ ছিল। শিবায়ন কাব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—"বর দেখা দেই কে বা ভিক্ষুকের বেশে॥/শাশুড়ি জামাঞে কথা আছে কোন দেশে।" কন্যাদান করে কে বা যাচক পুরুষে॥ (রামকৃষ্ণ : শিবায়ন : ১৩৬৩ : ১০৩) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালে পাওয়া যায়—"গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ।/শাশুড়ি দেখিয়া শিব লাজে হেঁটমুখ॥" (ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গাল : ১৩৮৮ : ২৫) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী আলোচ্য মোটিফটির সংকেত সংখ্যা 'সি'. ১৭১।

২. **স্বামীর নামোচ্চারণ নিষেধ (Uttering spouses name) :** ভারতীয় সমাজে বিবাহিত নারীরা নিজ মুখে তাদের স্বামীর নাম উচ্চারণ করেন না। তাই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবী অন্নদা যখন ঈশ্বরী পাটনীর কাছে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করছিলেন, তখন দেবীকে বলতে শোনা যায়—"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।/জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥" (ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল : ১৩৮৮ : ১৫৭) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এই মোটিফটির সংকেত সংখ্যা 'সি' ৪৩৫.১।

৩. **দেবতাকে বিরূপ করায় নিষেধাজ্ঞা (Offending the Gods) :** মঙ্গালকাব্য-কাহিনির বয়ানে এবং শিবায়ন কাব্যে একাধিকবার এই অতিপরিচিত মোটিফটি ঘুরে ফিরে এসেছে। শিবায়ন কাব্যে প্রজাপতি দক্ষ দেবাদিদেব মহাদেবকে আমন্ত্রণ না করে যজ্ঞের আয়োজন করেন ও তাঁকে নানা কটূ ভাষায় অপমান করেন। স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে শিবজায়া সতী প্রাণত্যাগ করলে শিব দক্ষের প্রতি বিরূপ হয়ে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করেন—"শুন মা গো সত্যবতি/পাগল তোমার পতি/নিমন্ত্রণ করি নাঞি লাজে।/কদাচার দিগম্বর/অস্থিমালা

অমঙ্গাল/দেবের সমাজে নাগ্রিঃ সাজে॥" (রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৫৪)। গোবিন্দ তথা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ অহঙ্কারবশত শিবকে অবহেলা করলে শিব তার প্রতি বিরূপ হন। ফলস্বরূপ শিবের অভিশাপে অনিরুদ্ধ শাপভ্রষ্ট হয়ে চাঁদসদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর রূপে জন্মগ্রহণ করেন। উপরিউক্ত দুটি কাহিনিরই মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে মোটিফ সংখ্যা হলো 'সি' ৫০।

৪. খাদ্যবিষয়ে নিষেধাজ্ঞা (Eating taboo) : মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এই মোটিফগুলি সি ২০০-২৪৯ পর্যন্ত বিস্তৃত। মঙ্গলকাব্যে শিবপ্রাসঙ্গিক ও শিবকেন্দ্রিক কাহিনিতে প্রাপ্ত খাদ্যবিষয়ে নিষেধাজ্ঞামূলক মোটিফগুলি নিম্নলিখিত—

❑ **নির্দিষ্ট দিনে বা সময়ে খাদ্যগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা (Taboo : eating at certain time)** : শিবায়ন কাব্যে বর্ণিত শিবচতুর্দশী ব্রতকথায় পাওয়া যায় এমন নিষেধাজ্ঞা—"অপর দিবসে আগে ব্রাহ্মণ ভোজন॥/বিপ্র পূজ্যা পশ্চাৎ পারণ করে গিয়া।" (রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৩৯) শিবচতুর্দশীর দিন উপবাসী থেকে পূজা করে পরদিবসে আগে বিপ্রসেবা করে তারপর খাদ্যগ্রহণ শাস্ত্রসম্মত। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট দিন বা সময়ে খাদ্যগ্রহণ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার রীতি সমাজে প্রচলিত ছিল। এর মোটিফ সংখ্যা হলো 'সি' ২৩০।

❑ **নির্দিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা (Taboo : eating certain things)** : শিবায়ন কাব্যে শিবচতুর্দশী ব্রত পালনের বিধি শিব নিজে ব্যক্ত করেছেন এভাবে—"ব্রহ্মচর্য্যা সমাহিত ত্রয়োদশী দিনে॥/স্নান পূজা নিত্যকীর্ত্তি কর্য্যা সমাপন।/নিরামিষ্য হবিষ্য বা সকৃৎ ভোজন॥" (ঐ)। অর্থাৎ ত্রয়োদশীর দিনে নিরামিষ আহার গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এই দিনে আমিষ আহার গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আলোচ্য মোটিফটির সংকেত সংখ্যা 'সি' ২২০।

❑ **নির্দিষ্ট বর্ণের লোকের সঙ্গে খাওয়া বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা (Taboo : eating with person of certain caste)** : মনসামঙ্গালে দেখা যায় ডোমনি বেশি চণ্ডীর আসঙ্গালিপ্সার জন্য শিব ব্রাহ্মণ হয়েও নিম্নবর্ণের ডোমনী রমণীর হাতে ভাত খেতে সম্মত হয়েছে—"সংসারের নাথ হইয়া ডোমের হাতে ভুঞ্জে।/চরিত্র দেখিয়া দেবী মনে মনে গঞ্জে॥/ভাল মন্দ জ্ঞান নাই কামে অচেতন।/সম্পূর্ণ ভোজন করি করে আচমন॥" (বাইশা : ১৯৬২ : ১৯) আলোচ্য মোটিফটির ক্রমাঙ্ক সি ২৪৬।

❑ **নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য শাস্তি স্বরূপ ভস্মে পরিণত হওয়া (Falling to ashes as punishment for breaking taboo)** : মঙ্গালকাব্য, শিবায়ন-এ দেখা যায় ইন্দ্রের নির্দেশে তপস্যারত ধ্যানমগ্ন যোগী শিবের মধ্যে দেবী পার্বতীর জন্য কামোন্মাদনা সঞ্চার করেন কামদেব। কামদেব ধ্যানরত শিবকে বিরক্ত করা নিষেধ জেনেও পুষ্পবাণ বর্ষণ করে তাঁর মধ্যে কাম জাগানোর চেষ্টা করলে ধ্যানভঙ্গা করার অপরাধে শিব কামদেবকে ভস্মে পরিণত করেন। চণ্ডীমঙ্গালে এই অংশের বর্ণনা প্রসঙ্গো বলা হয়েছে—"কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।/দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন॥" (মুকুন্দরাম : কবিকঙ্কন চণ্ডী : ২০০৭ : ৭৮) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী আলোচ্য মোটিফটির সংকেত সংখ্যা সি ৯২৭.২।

● ডি. ➲ স্টিথ থম্পসনের মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী 'ডি' মূলভাগের মোটিফ হলো ঐন্দ্রজালিকতা বা জাদু (Magic)। এই অধ্যায়ে শিবসংযুক্ত কাব্য-কাহিনিতে এই মূল ভাগের প্রাপ্ত মোটিফগুলি সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হলো—

ক. রূপ পরিবর্তন (Transformation) : রূপ পরিবর্তন এর অতিপরিচিত মোটিফটি গোরক্ষবিজয় কাব্য-কাহিনির বয়ানে লক্ষ করা যায়। রূপ-পরিবর্তন (Transformation) সম্পর্কে থম্পসন বলেছেন—"A person or animal or object changes its form and appears in a new guise, and we call that transformation;... Transformation is also a commonplace assumption in folktales everywhere." গোরক্ষবিজয় কাব্যে গোর্খনাথকে দেবী চণ্ডী মাক্ষীরূপে ছলনা করেছে—"গোর্খেরে ছলিতে দেবী মাক্ষী রূপ হইল।" (ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ১৯) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী রূপ পরিবর্তনের (Transformation) মোটিফ সংখ্যা হলো ডি ০-৬৯৯। আলোচ্য মোটিফটি দেবীর পতঙ্গে পরিবর্তন। কিন্তু মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এই নির্দিষ্ট মোটিফটির কোনো ক্রমিক সংখ্যা পাওয়া যায় না। তাই একে সাধারণ রূপ পরিবর্তন (Transformation : General) বিভাগ (ডি.)-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ. বারবার রূপ পরিবর্তন (Repeated transformation) : শিব বারবার রূপ পরিবর্তন করে কখনও তপস্বী, কখনও শাঁখারী, আবার কখনওবা সিদ্ধাযোগীর বেশে হাজির হয়েছে পার্বতীর সামনে। শিবায়ন কাব্যে পাওয়া যায়—"শঙ্কর ধরিল শঙ্খবণিকের বেশ।/তিন কাল পূর্ণ হল্য পাক্যা গেছে কেশ॥—(রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৮৫)—"ত্রিলোচন ত্রিকালজ্ঞ তপস্বীর বেশে।/কৃপা করি কন কথা কুমারীর পাশে॥"—(ঐ : ৩৮১)। "তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া।"—(ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল : ১৩৮৮ : ৮১) মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এই মোটিফটির সংকেত সংখ্যা ডি ৬১০।

খ.১. দেবীর বারবার রূপ পরিবর্তন (Goddess repeatedly transforms her-self) : নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ কাব্যে শিবের ঘরণী দেবী চণ্ডী ডুমনী বেশ ধারণ করে খেয়া-পারাপারের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। ঐ বেশেই শিবকে ছলনা করেছেন—"জেহি রূপে চণ্ডিকা বচন বুলিল।/সেহি রূপে ডুমনি বদল করিল॥"—(নারায়ণদেব : পদ্মাপুরাণ : ১৯৪৭ : ৬)। আবার ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যে শিবজায়া চণ্ডী পাটনীর ছদ্মবেশে শিবকে ছলনা করেছেন—"গৌরী পাটনী আমি থাকি পারাপারে।/তুমি বুড়া, বাক্য কিবা জিজ্ঞাস আমারে॥—(কেতকাদাস : মনসামঙ্গল : ১৩৮৪ : ১৫)। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডী কালকেতুর সামনে রূপসী নারীর ছদ্মবেশে পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছেন—"কুড়্যার দুয়ারে দেখে রাকাচন্দ্রমুখী॥/প্রণাম করিয়া রামা করয়ে জিজ্ঞাসা।/কার নারী কোন জাতি কহ সত্যভাষা॥"—(মুকুন্দরাম : কবিকঙ্কন চণ্ডী : ২০০৭ : ১৬২) আবার 'দেবীর মৃগরূপ পরিগ্রহ' কাব্যাংশে কালকেতুর সামনে দেবী মৃগরূপে উপস্থিত হয়েছেন। এছাড়াও দেবীর দেবীত্বে কালকেতু সন্দিহান হওয়ায় দেবী মহিষমর্দিনী রূপ ধারণ করেছেন—"মহিষমর্দিনী রূপ ধরেন চণ্ডিকা।/অষ্টদিকে শোভা করে অষ্ট নায়িকা॥ (ঐ: ১৭৪) অন্নদামঙ্গল কাব্যে 'হরিহোড়ের বৃত্তান্ত' অংশে দেবী অন্নদা বুড়ির ছদ্মবেশ, 'অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা' অংশে কুলবধূর ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। ব্যাসদেবকে ছলনা করতে দেবী অন্নদা আবার বৃদ্ধা জরতী বেশ ধারণ করেছেন।

'পার্বতীর কালীমূর্তি ধারণ' কাব্যাংশে যখন শাঁখারীর ছদ্মবেশে শিব শ্বশুরগৃহে উপস্থিত হয়ে স্ত্রী পার্বতীকে শাঁখা পরান এবং পুরস্কারস্বরূপ তাঁর আলিঙ্গান প্রার্থনা করেন তখন সহচরী

পদ্মার পরামর্শে দেবী কালীমূর্তি ধারণ করেন। মনসামঙ্গল কাব্যে শিবকন্যা মনসা তার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে কার্যসিদ্ধি করেছেন। কেতকাদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত মনসার পরিবর্তিত রূপগুলি নিম্নে দেওয়া হলো—দেবীর ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ, দেবীর নটীরূপ ধারণ, দেবীর শঙ্খচিল রূপ ধারণ, দেবীর মালিনী বেশ ধারণ, দেবীর গোয়ালিনী বেশ ধারণ, দেবীর শ্বেতমাছি রূপ ধারণ। উপরিউক্ত রূপ পরিবর্তনের দৃষ্টান্তগুলির লোককথার মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী নির্দিষ্ট মোটিফ ক্রমাঙ্ক হল ডি ৬১০.১।

গ. আর্শীবাদ বা বরদান (Saint blessings brings victory) : লোককাহিনির একটি অন্যতম মোটিফ হল আশীর্বাদ বা বরদান। শিবায়ন কাব্যে 'বৃকাসুর উপাখ্যানে' বৃকাসুর তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করে বরপ্রার্থনা করে এবং শিব তাকে বরদান করে বলেন—"বঞ্চিতে বাঞ্ছিত বর মাগিলেন এই।/যার শিরে হস্ত দিব ভস্ম হব সেই।/এড়াইতে নারিয়া অসুরে দিনু বর।"—(রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৩৭)। আবার শিবকে স্বামী হিসেবে লাভ করার জন্য পার্বতী তপস্যায় মগ্ন হলে তপস্বীর বেশে শিব নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বাঞ্ছিত বরদান করেন। মোটিফ সূচি অনুসারে আলোচ্য কাহিনি দুটির মোটিফ ক্রমাঙ্ক হলো 'ডি' ২১৬৩.৮।

ঘ. বশীকরণ বা যাদুপ্রয়োগ (Magic formula) : লোকসাহিত্যের একটি অতিপরিচিত মোটিফ হল বশীকরণ বা জাদুপ্রয়োগ। রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে জামাই শিবকে বশীকরণের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"ছামনি নাড়িয়া অভিচারে দিল মন।/একে একে আরম্ভিল ঔষধের গণ।।/মন্ত্র পড়্যা গুড় চাউলি চক্ষে দিল পেল্যা।/দপ দপ পাবক দহন উঠে জল্যা।।"—(রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৩৮৭) রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের কাব্যেও জামাতা বশীকরণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়—"চতুরা হেমন্তবধূ/আপুনি পিলেন মধু।/মহৌষধি দিলেন ছিটাফোট।।"—(রামকৃষ্ণ : শিবায়ন : ১৩৬৩ : ১৩৩)। মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে আলোচ্য মোটিফের ক্রমাঙ্ক ডি ১২৭৩।

ঙ. দেবতার থেকে লব্ধ যাদুজ্ঞান/মহাজ্ঞান (Magic knowledge from God) : লোককাহিনির আর একটি মোটিফ হল মহাজ্ঞান বা যাদুশক্তির অধিকারী। এই শক্তির ফলে অনেক অসাধ্যসাধন হয়। সাধারণত দৈব শক্তিসম্পন্ন বিশেষ কোন জিনিস খাওয়ার পর এই শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদসদাগর ও শঙ্কর গারড়ী উভয়েই মহাজ্ঞানের অধিকারী। বিশেষত ধন্বন্তরি শঙ্কর গারড়ী সর্পবিষ নাশ করার শক্তিতে শক্তিশালী ও পারদর্শী ছিলেন। নেতার সাধনা করে গারড়ী এই মহাজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। চাঁদসদাগরকে মহাজ্ঞান দিয়েছিল স্বয়ং মহাদেব। গোর্খ-বিজয় কাব্যে মহামন্ত্রের অধিকারী মীননাথকে গোর্খনাথ বলেছেন মহামন্ত্র দিয়ে বিন্দুনাথকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য—"শঙ্করের শিষ্য তুমি সর্বলোকে জানে,/মহামন্ত্র আহুড়িয়া জিয়াও তাহানে।"—(ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ১১৫)। আলোচ্য মোটিফটির ক্রমাঙ্ক ডি ১৮১০.৯।

● ই. ➲ মোটিফ-সূচি অনুযায়ী 'ই' মূলভাগের মোটিফ হল মৃত (The Dead)। এই মূলবিভাগের শিব কাহিনির প্রাসঙ্গিক মোটিফগুলি সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো—

ক. পুনর্জীবন লাভ (Resuscitation) : লোককাহিনির আর একটি জনপ্রিয় মোটিফ মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভ (Resuscitation Motif)। এর সংকেত সংখ্যা ই.। মোটিফ

ইনডেক্স অনুযায়ী এই মোটিফটি ই০—ই১৯৯ পর্যন্ত বিস্তৃত। মঙ্গলকাব্যে শিব-প্রাসঙ্গিক ও শিবকেন্দ্রিক কাহিনিতে প্রাপ্ত পুনর্জীবন বিষয়ক মোটিফগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়—

ক.১. দেবতার কৃপায় পুনর্জীবন (Resuscitation by God) : মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদসদাগরের পুত্র লখিন্দর দেবী মনসার কোপে প্রাণ হারালে বেহুলা স্বর্গে নৃত্যের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করেন। শিব তখন লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মনসাকে নির্দেশ দেন—"সিবে বোলে শুন পদ্মা য়ামার উত্তর।/অবিলম্বে জিয়াইয়া দেও লখিন্দর॥"—(নারায়ণদেব : পদ্মাপুরাণ : ১৯৪৭ : ১৩৬)। আলোচ্য মোটিফটির ক্রমাঙ্ক ই ১২১.১।

ক.২. দেবীর কৃপায় পুনর্জীবন (Resuscitation by power of Goddess) : মনসামঙ্গল কাব্যানুসারে সমুদ্রমন্থনে উত্থিত গরল পান করে শিব মারা গেলে মনসা গরল হরণ করে শিবকে পুনর্জীবন দান করেছেন—"গরল হরিয়া নিল দেবী বিষহরি।/চেতন হইয়া চান দেব ত্রিপুরারি॥" (কেতকাদাস : মনসামঙ্গল : ১৩৮৪ : ৬৭) বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে শিবের ফুলের সাজিতে লুক্কায়িত মনসাকে দেখে ক্রোধান্বিত চণ্ডী প্রচণ্ড প্রহার করেন। চণ্ডীর প্রহার সহ্য করতে না পেরে মনসা তাকে দংশন করলে চণ্ডীর মৃত্যু ঘটে। পুনরায় শিবের অনুরোধে মনসা তার প্রাণ দান করেন। মোটিফ-সূচি অনুযায়ী কাহিনি দুটির মোটিফ সংখ্যাই ১২১.১.২।

ক.৩ মন্ত্রপূত জলের মাধ্যমে পুনর্জীবন (Resuscitation from water sanctified by mantras) : গোরক্ষবিজয় কাব্যে মীননাথের পুত্র বিন্দুনাথ মারা গেলে মন্ত্রপূত জলের সাহায্যে তার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন গোর্খনা—"হাতে জল লৈয়া জেন মীননাথ পড়ে।/ভ্রম হইয়া আছে নাথে মনে নাহি স্মরে॥/আদ্যকথা আউরিয়া গোর্খে দিল তুড়ি।/উঠিয়া বসিল মরা জীবন সঞ্চারি॥"—(ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ১১৫-১১৬) আবার মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'মৃত সৈন্যদের জীবন প্রাপ্তি' অংশে কলিঙ্গারাজের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত সৈন্য ও পশুরা দেবী চণ্ডীর কৃপায় মন্ত্রপূত জলের মাধ্যমে পুনর্জীবন লাভ করেছে। আলোচ্য কাহিনিদুটির মোটিফ সূচি অনুযায়ী মোটিফ ক্রমাঙ্ক ই ৮০.৩।

খ. পুনর্জন্ম (Reincarnation) : মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী এই মোটিফটিই ৬০০-৬৯৯ পর্যন্ত বিস্তৃত। মঙ্গলকাব্য ও শিবায়নে প্রাপ্ত এই বিষয়ক মোটিফগুলি নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত—

খ.১. পাপের শাস্তিস্বরূপ পুনর্জন্ম (Reincarnation as a punishment for sin) : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবের দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে মর্ত্যে ব্যাধের ঘরে কালকেতু রূপে জন্মগ্রহণ করে—"আমার দৈবের ফলে/শাপ হইল, ব্যাধকুলে/জনম করাল্যে পশুপতি॥"—(মুকুন্দরাম : কবিকঙ্কন চণ্ডী : ২০০৭ : ১১)। আলোচ্য মোটিফের ক্রমাঙ্কই ৬০৬.১।

খ.২ দেবতার দেবতা হিসেবে পুনর্জন্ম (God reborn God) : শিবায়ন কাব্যে 'নন্দী কর্তৃক শিবমাহাত্ম্য কথন এবং সতীর দেহত্যাগ' কাব্যাংশের বর্ণনা অনুযায়ী দক্ষযজ্ঞে শিবের অপমান সহ্য করতে না পেরে শিবজায়া সতী দেহত্যাগ করলেও 'হিমালয়ে গৌরীর জন্ম' অংশে তিনি গিরিকন্যা পার্বতী রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন—"দক্ষে বাম হত্যে ধাতা/যার

ঘরে জগতমাতা/শৈলগৃহে জনমিল শিবা।"—(রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৩৭৩) আলোচ্য মোটিফটি থম্পসনের মোটিফ-সূচি অনুযায়ী পুনর্জন্মের কোনও বিভাগের অন্তর্গত নয়। কিন্তু বাংলা লোককাহিনি ও মঙ্গলকাব্যে মোটিফটির বহুল প্রয়োগ থাকায় এটিকে পুনর্জন্মের সাধারণ বিভাগ (Reincarnation General)-এর ক্রমাঙ্ক ই. ৬০০ এর অন্তর্গত করে আলোচনা করা হয়েছে।

● **এইচ.** ➲ 'এইচ' বিভাগের মোটিফ হল পরীক্ষা (Tests)। এই মূল বিভাগে আলোচ্য গবেষণাপত্রের প্রাসঙ্গিক মোটিফগুলি নিম্নলিখিত—

ক. অসাধ্যসাধন (Tasks imposed) : অসাধ্যসাধন অর্থাৎ অসম্ভবকে সম্ভব করা লোককাহিনির এই মোটিফটি শিবায়ন, মঙ্গলকাব্যে লক্ষ করা যায়। শবায়ন বা শিবসঙ্কীর্তন কাব্যে ভিক্ষুক শিবের ভিক্ষার ঝুলি থেকে রত্নভাণ্ডার উপচে পড়া, প্রকৃত অর্থেই অসাধ্যসাধন। হর-গৌরীর অভাবের সংসারে সন্তান-সন্ততিসহ সকলে মিলে 'বার মুখে পাঁচ হাথে' খায়, নিমেষ ফেলতে না ফেলতেই অন্ন শেষ হয়ে যায়। তবুও সকলে পেট ভরে খাওয়ার পরেও হাঁড়িতে অনেক অন্ন রয়ে যায়। এই অসাধ্যসাধন অন্নপূর্ণার পক্ষেই সম্ভব—"তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাথে খায়।/এই দিতে এই নাঞি হাঁড়ি পানে চায়॥.../ফির‍্যা অন্ন রাখে উমা দেখে গিরিবাসী।/ভোখে এত খাইনু তবু অন্ন আছে রাশি॥ (ঐ : ৩৯৭-৩৯৮)। মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে উপরিউক্ত অসাধ্যসাধনের কাহিনিগুলির মোটিফ ক্রমাঙ্ক হল এইচ ৯০০।

খ. সতীত্বের পরীক্ষা (Chastity test) : সতীত্ব পরীক্ষা প্রথা বহু প্রাচীনকাল থেকে সমাজে প্রচলিত। নারী চরিত্রে সন্দিহান হলে আনুষ্ঠানিক আয়োজন করে নারীকে তার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হতো। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষার একাধিক প্রসঙ্গ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি শিবায়ন কাব্যেও গৌরীকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। শিবপ্রাসঙ্গিক কাহিনি হিসাবে গৌরীর কাহিনিটি নিম্নে আলোচিত হল। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত শিবায়নের কাহিনি অনুযায়ী হিমালয় নীলগিরির মুখে গৌরীর অপবাদ শোনেন। এই অপবাদ ঘোচানোর জন্য গৌরী অগ্নিপরীক্ষা (Passing through fire) দিতে সম্মত হন—"কালি মোর দিহ বিভা/আজি কর জ্ঞাতি সভা/বহ্নিশুদ্ধা হইব সংপ্রতি।"—(রামকৃষ্ণ : শিবায়ন : ১৩৬৩ : ১১৯)। আলোচ্য কাহিনির অগ্নিপরীক্ষা শীর্ষক মোটিফটির ক্রমাঙ্ক এইচ ৪১২.৪।

তথ্যের সন্ধানে

১. Garry Jane and El-Shamy Hasan (Ed.) : 'Archetypes and Motifs in Folklore and literature' (A HandbookŠ, Introduction, M.E. Sharpe, Armonk, New York, 2005, P. xv

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোক-সাহিত্য' (৪র্থ খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৬

৩. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (প্রথম খণ্ড), দ্বিতীয় সং, পুনর্মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৯

৪. মৃত্যুঞ্জয় গুঁই : 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস', সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০৮